শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | ৭ম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা	1
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন	4
খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন	5
গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	5
ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা	6
পরিশিষ্ট ১	7
শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)	7
পরিশিষ্ট ২	9
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট	9
পরিশিষ্ট ৩	20
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক	20
পরিশিষ্ট ৪	22
ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট	22
পরিশিষ্ট ৫	24
আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)	24

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২২ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া আছে এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে আপনারা সফলভাবে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সেসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান–জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ এবং আচরন পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন চালিয়ে যাবেন। প্রতিটি অভিজ্ঞতা শেষে পারদর্শিতার সূচক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী একটি অভিজ্ঞতা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থী যে সকল কাজের নির্দেশনা দেওয়া আছে শুধুমাত্র ওই কাজগুলকেই মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা বাইরে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কাজ করানো যাবেনা।

৫। অভিজ্ঞতা পরিচালনার সময় যেখানে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন হয়, শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন উপকরণ গুলো বিনামূল্যের, স্বল্পমূল্যের এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য (রিসাইকেল) উপাদান দিয়ে তৈরি। প্রয়োজনে বিদ্যালয় এইসব শিক্ষা উপকরণের ব্যায়ভার বহন করবে।

৫। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির এই বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি এবং বছর শেষে আরেকটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি হবে। প্রথম ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের রেকর্ড, পরবর্তী ৬ মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ডের সমন্বয়ে পরবর্তীতে বার্ষিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শুধুমাত্র শিক্ষকের রেকর্ড রাখার সুবিধার্থে এই চিহ্নগুলো ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ছকে ইনপুট দেওয়া হয়ে গেলে শিক্ষক পরবর্তীতে যে কোন সুবধাজনক সময়ে (অভিজ্ঞতা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে) এই শিট থেকে শিক্ষার্থীর তথ্য 'নৈপুণ্য' এপস এ ইনপুট দিবেন।
- শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যেসকল প্রমাণকের সাহায্যে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলো শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ২০২৪ সালের বছরের মাঝামাঝিতে বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও বছরের শেষে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।

- সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করনীয়

- যদি কোন অভিজ্ঞতা চলাকালীন সময়ে কোন শিক্ষার্থী আংশিক সময় বা পুরোটা সময় বিদ্যালয়ে অনুপুস্থিত থাকে তাহলে ঐ শিক্ষার্থীকে ঐ যোগ্যতাটি অর্জন কারনোর জন্য পরবর্তীতে এনসিটিবির নির্দেশনা অনুযায়ী নিচের নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই নির্দেশনা পরবর্তীতে দেওয়া হবে।

ঘ) আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৫ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। শিক্ষক বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করবেন। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে। আচরণিক নির্দেশকগুলোতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা শিক্ষক বছরে শুধুমাত্র দুইবার ইনপুট দিবেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার।

ঙ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (▭ ◯ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে–

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (◯) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (▭) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

চ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন– নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে,

কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ছ) মূল্যায়নে এপসের ব্যবহার

জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে ২০২৪ সালে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষকগণ "নৈপুণ্য" অ্যাপটি ব্যবহার করে সম্পন্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। কারিকুলাম অনুযায়ী শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পারদর্শিতার নির্দেশক অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে রয়েছে সেই তথ্য বিষয় শিক্ষকরা ইনপুট দিলে শিক্ষার্থীর জন্য স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট প্রস্তুত করে দিবে এই 'নৈপুণ্য' অ্যাপ।

২০২৪ সালে সপ্তম শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (সপ্তম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন শিখন কার্যক্রম দেখে দিতে হবে তা দেয়া

আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেয়া হবে।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	PI ক্রম	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
৯৩.০৭.০১ ধর্মীয় উৎসসমূহ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরন করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।	১	৯৩.০৭.০১.০১	ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞানের উৎসসমূহ সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মগ্রন্থের আলোকে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান/বিষয় সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান/ বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে ধর্মীয় গ্রন্থকেই উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে।
	২	৯৩.০৭.০১.০২	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নে বিভ্রান্ত না হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।
৯৩.০৭.০২ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক উৎসহসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।	৩	৯৩.০৭.০২.০১	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত বিধি-বিধানের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে জানার/অনুসরন করার চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণে উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৌলিক উৎসসমূহ থেকে জানার চেষ্টা করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতন।
	৪	৯৩.০৭.০২.০২	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চা	ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চায় মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৌলিক উৎসসমূহ অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ/চর্চা করছে।

			করছে।			
৯৩.০৭.০৩ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।	৫	৯৩.০৭.০৩.০১	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শন করছে।	ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন।	নির্দেশনা অনুযায়ি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কাজে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শণ করছে।
	৬	৯৩.০৭.০৩.০২	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি ব্যক্তিগত জীবনে চর্চা করছে।	ব্যক্তিগত জীবনে নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চার চেষ্টা করছে।	ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নিজ পরিসরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চা করছে।
	৭	৯৩.০৭.০৩.০৩	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সামাজিক জীবনে চর্চা করছে।	সামাজিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চার চেষ্টা করছে।	সামাজিক জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সামাজিক জীবনে নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চা করছে।
	৮	৯৩.০৭.০৩.০৪	মানুষের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে।	মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।
	৯	৯৩.০৭.০৩.০৫	প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি উদ্যোগ/স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

সপ্তম শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, **শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান কতটা মুখস্থ করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণে করবেন না। বরং যেসব পারদর্শিতার সূচকের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান প্রাসঙ্গিক, সেখানে পাঠ্যবই বা অন্য যেকোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য ব্যবহার করছে তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ভর করবে।**

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কোন কাজ দেখে শিক্ষক তার অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে; এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বই পড়া ও তুষার বল (সূত্র পিটক)**		**শ্রেণি :** ৭ম		**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০১.০১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞানের উৎসসমূহ সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মগ্রন্থের আলোকে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান/বিষয় সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান/ বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে ধর্মীয় গ্রন্থকেই উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ২, ৩, ৪
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বই বিশেষ করে সূত্রপিটক পড়ে পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের পূর্ববর্তী জ্ঞান ও বর্তমানের জ্ঞানের একটি সমন্বয় মূলক আলোচনায় ধর্মের মৌলিক জ্ঞানের উৎসসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে সূত্রপিটক সম্পর্কিত ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে সূত্রপিটক এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে ও মৌলিক জ্ঞান/বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩, ৪ এর অন্তত একটি কাজ সঠিকভাবে করতে পারার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করছে। সূত্রপিটক এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, সূত্র পিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করছে। ধর্মের মৌলিক জ্ঞান/ বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে ধর্মীয় গ্রন্থকেই উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে।	

৯৩.০৭.০১.০২ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নে বিভ্রান্ত না হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ১, ৪, ৫
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১, ৪ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সূত্রপিটক এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য জানার জন্য ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সূত্রপিটক এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে, মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখণ পরিবেশে (শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও পরিবার) নিয়ম মেনে চলছে ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণ পালন করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সূত্রপিটক এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে, জেনে যে কোনো প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যেকোন পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত না হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করে সংবেদনশীল আচরণ করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ২ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** স্বঅভিজ্ঞতা প্রতিবেদন (দান)	**শ্রেণি :** ৭ম		**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০২.০১ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত বিধিবিধানের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে জানার/অনুসরন করার চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণে উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৌলিক উৎসসমূহ থেকে জানার চেষ্টা করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতন।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬, ৭, ৯
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			

	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬ করার মাধ্যমে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান কী, কেন করা হয় সেসব বিধিবিধানের নির্দেশনা সমূহ জানার/অনুসরন করার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৭ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে ধর্মীয় বিধিবিধানের সংঘদানের নিয়মাবলি চিহ্নিত করে ধাপগুলো ব্যাখ্যা করছে, উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৌলিক উৎসসমূহ থেকে জানার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৯ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দানের বিধিবিধান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	
৯৩.০৭.০২.০২ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চায় মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৌলিক উৎসসমূহ অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ/চর্চা করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৮, ১০, ১১
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৮ করার প্রস্তুতি সঠিকভাবে নেওয়ার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে সংঘদানেরবিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে চর্চা করেছে। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজেদের বাড়ি থেকে দানীয় বস্তু এনে সংঘদান অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করার মাধ্যমে মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৮ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারিবারিক/সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজেদের বাড়ি থেকে দানীয় বস্তু এনে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুসরন ও চর্চা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১০ ও ১১ এর অন্তত একটি সঠিকভাবে করতে পারার মাধ্যমে শিখন পরিবেশের বাইরে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সংঘদান অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ আয়োজন করতে পারছে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় যেকোনো পরিবেশে ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অনুসরণ ও চর্চা করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং : ৩ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** শিখন প্রতিফলনমূলক অভিজ্ঞতা (শীল)	**শ্রেণি :** ৭ম	**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০২.০২ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধিবিধান শিখন পরিবেশে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধিবিধান পারিবারিক/সামাজিক পরিবেশে অনুসরণ ও চর্চা করছে। করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধিবিধান পরিস্থিতি বিবেচনায় যেকোনো পরিবেশে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ১২, ১৩, ১৫
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১২ করার মাধ্যমে ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অষ্টশীল গ্রহণের নিয়মাবলি চিহ্নিত করে অনুসরন ও চর্চা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৩ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে ভূমিকাভিনয়ে অষ্টশীল গ্রহণের নিয়মাবলি তুলনা করছে এবং কিভাবে পারিবারিক/সামাজিক পরিবেশে ধাপগুলো অনুসরন ও চর্চা করা যায় তা ব্যাখ্যা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে ভূমিকাভিনয়ে অষ্টশীল গ্রহণের নিয়মাবলি এবং ধাপগুলো ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় যেকোনো পরিবেশে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	
৯৩.০৭.০৩.০১ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শন করছে।	ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন।	নির্দেশনা অনুযায়ি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কাজে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৪, ১৫
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৪ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে অষ্টশীল গ্রহণের বিধি-বিধানগুলো কিভাবে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৩ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে অষ্টশীল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং বিধি-বিধানগুলো চর্চা কিভাবে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করার	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে অষ্টশীল গ্রহণের বিধি-বিধানগুলো শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে সম্পূর্ণ চর্চা ও প্রয়োগের	

	ভূমিকা রাখতে পারে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।	ক্ষেত্রসমূহ স্বপ্রণদিত হয়ে চিহ্নিত করছে এবং দৈনন্দিন কাজে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শণ করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ৪ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** করতে করতে শেখা (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ)	**শ্রেণি :** ৭ম		**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০১.০২ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নে বিভ্রান্ত না হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৮ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে ও ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৯, ২১ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে ও ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২০, ২২, ২৩ এর অন্তত একটি কাজ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, পাঠের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করছে জেনে লিখে/ অন্য যেকোনো উপায়ে পরিস্থিতি বিবেচনায় যেকোনো পরিবেশে বিভ্রান্ত না হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ৫ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** গল্প বলা (চরিতমালা ও জাতক)	**শ্রেণি :** ৭ম	**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম	

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০৩.০১ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শন করছে।	ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন।	নির্দেশনা অনুযায়ি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কাজে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৫, ২৬, ২৮
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৫ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী চরিতমালা ও জাতক কাহিনীর মানবিক গুণাবলি চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৬ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী চরিতমালা ও জাতক কাহিনীর মানবিক গুণাবলি চর্চার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৮ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী চরিতমালা ও জাতক কাহিনীর মানবিক গুণাবলি সম্পূর্ণ চিহ্নিত ও উল্লেখ করে দৈনন্দিন কাজে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শণ করছে।	
৯৩.০৭.০৩.০৩ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সামাজিক জীবনে চর্চা করছে।	সামাজিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চার চেষ্টা করছে।	সামাজিক জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সামাজিক জীবনে নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চা করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৯,৩১, ৩২
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৯ করার মাধ্যমে জাতকের কাহিনিগুলোর শিক্ষা থেকে সামাজিক জীবনে নির্দিষ্ট/কতিপয় নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩১ করার মাধ্যমে জাতকের কাহিনিগুলোর শিক্ষা থেকে সামাজিক জীবনে বিভিন্ন নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩২ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে জাতকের কাহিনিগুলোর শিক্ষা থেকে সামাজিক জীবনে নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চা করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ৬ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** চিত্রশালা (বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান)	**শ্রেণি :** ৭ম		**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০১.০২ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তুভিত্তিক সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	ধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তুভিত্তিক সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করছে।	ধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তুভিত্তিক সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নে বিভ্রান্ত না হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৩, ৩৪, ৩৬
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৩ করার মাধ্যমে বিভিন্ন বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৪ করার মাধ্যমে বিভিন্ন বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান উল্লেখ ও কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে ধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তুভিত্তিক নির্দেশনা পারিবারিক/সামাজিক পরিবেশে অনুসরণ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৬ করার মাধ্যমে বিভিন্ন বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষা, সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে ধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তুভিত্তিক সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নে বিভ্রান্ত না হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	
৯৩.০৭.০২.০১ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত বিধিবিধানের নির্দেশনা সমূহ চিহ্নিত করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে জানার/অনুসরন করার চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণে উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৌলিক উৎসসমূহ থেকে জানার চেষ্টা করছে।	ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতন।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৫, ৩৭, ৩৮
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			

	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৭ করার মাধ্যমে প্রবারণা পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের নিয়মাবলি চিহ্নিত করছে এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে জানার/অনুসরন করার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৫ করার মাধ্যমে দলীয় আলোচনায় প্রবারণা পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের ভূমিকাভিনয় আয়োজন করছে, ভূমিকাভিনয়ে প্রবারণা পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের নিয়মাবলি তুলনা করছে এবং ধাপগুলো ব্যাখ্যা করছে, উৎসবিহীন/অসমর্থিত নির্দেশনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৌলিক উৎসসমূহ থেকে জানার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৮ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে প্রবারণা পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধিবিধানের নির্দেশনা চিহ্নিত করছে এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতন।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

অভিজ্ঞতা নং : ৭ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** তথ্যচিত্র এবং তথ্য অনুসন্ধান (তীর্থস্থান)	**শ্রেণি :** ৭ম	**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০৩.০১ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শন করছে।	ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন।	নির্দেশনা অনুযায়ি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কাজে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি প্রদর্শণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৯, ৪১, ৪২,৪৩
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৯ করার মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের সূত্র ও বাণী জেনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪১ করার মাধ্যমে মঙ্গলসূত্রে যেসব মঙ্গল কর্মের কথা বলা হয়েছে তা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে চর্চার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪২ ও ৪৩ করার মাধ্যমে মঙ্গলসূত্রের গুরুত্ব এবং নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে মঙ্গলকর্ম চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ দৈনন্দিন জীবনে প্রদর্শণ করছে।	
৯৩.০৭.০৩.০৩	সামাজিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক	সামাজিক জীবনে নৈতিক ও মানবিক	সামাজিক জীবনে নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও	অংশগ্রহণমূলক

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সামাজিক জীবনে চর্চা করছে।	ও মানবিক গুণাবলি চর্চার চেষ্টা করছে।	গুণাবলি অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	মানবিক গুণাবলি চর্চা করছে।	কাজ ৪৬, ৪৭, ৪৮
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৫ ও ৪৬ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব জেনে সংরক্ষণের জন্য সচেতন আচরণ করার মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৭ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে দায়িত্বশীল ও সচেতন আচরণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে এবং সামাজিক জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৮ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্বশীল ও সচেতনভাবে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি উদ্যোগ/স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চা করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৮ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** সম্প্রীতি : মানুষ মানুষের জন্য		**শ্রেণি :** ৭ম	**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম	
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৭.০৩.০৪ মানুষের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে।	মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৩,৪৪
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৯	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫০ করার	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫১ করার মাধ্যমে	

	করার মাধ্যমে সম্প্রীতির জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে অর্জিত মানবিক গুণাবলি দ্বারা মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্প্রীতির জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিক্ষার্থী সহপাঠি, বন্ধু, শিক্ষক, শিখন পরিবেশের বিভিন্ন সদস্যদের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে স্বপ্রণদিত হয়ে বিভিন্ন সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করছে ও সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।	
৯৩.০৭.০৩.০৫ প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে।	□	○	△	
	প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি উদ্যোগ/স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।	
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৯ করার মাধ্যমে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫০ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	পাঠ্য বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫১ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রকৃতির কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি উদ্যোগ/স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।	

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ফাঁকা ছক পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ:

'স্বঅভিজ্ঞতা প্রতিবেদন' শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে দুইটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো ৭.২.১ ও ৭.২.২ (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম					শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণিঃ	৭ম	বিষয়	বৌদ্ধধর্ম	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
অভিজ্ঞতার শিরোনাম :	**স্বঅভিজ্ঞতা প্রতিবেদন**				

		প্রযোজ্য PI নং						
রোল নং	নাম	৭.২.১,	৭.২.২					
০১	সব্যসাচী চাকমা	□●△	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	জ্যোতির্ময় বড়ুয়া	□●△	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	সুনীতি বড়ুয়া	□○▲	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	অসীম রায়	■○△	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৫	সুকুমার বড়ুয়া	□○▲	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৬	আনুচিং মগিনি	□○▲	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :		বিষয় :	বৌদ্ধধর্ম	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :					

		প্রযোজ্য PI নং			
রোল নং	নাম				
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম :			
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : ৭ম	বিষয় : বৌদ্ধধর্ম	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা			
পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে।	□	○	△
	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শ্রেণিকক্ষে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শিখণ পরিবেশে (শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও পরিবার) সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে।	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে যে কোনো প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংকেদনশীল আচরণ করছে।
৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	□	○	△
	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক নিয়ম মেনে চলছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখন পরিবেশে নিয়ম মেনে চলছে ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণ পালন করছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে (পারিবারিক ও সামাজিক) নিয়ম মেনে চলছে
৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	□	○	△
	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে আংশিক প্রকাশ করছে	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে স্বপ্রণোদিত হয়ে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে এবং আচরণে প্রকাশ করছে
৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স	□	○	△

উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক চর্চা করেছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ চর্চা করেছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো স্বপ্রণদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে সম্পূর্ণ চর্চা করেছে।
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	□	○	△
	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে আচরণে আংশিক প্রকাশ করছে	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে আচরণে সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে স্বপ্রণদিত হয়ে আচরণে সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।	□	○	△
	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে আংশিক সম্পৃক্ত করছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে স্বপ্রণদিত হয়ে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করছে।
৭.৩.৩ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সামাজিক জীবনে চর্চা করছে।	□	○	△
	সামাজিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চার চেষ্টা করছে।	সামাজিক জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সামাজিক জীবনে নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চা করছে।
৭.৩.৪ মানুষের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে।	□	○	△
	মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।
৭.৩.৫ প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে।	□	○	△
	প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি যে কোন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ি কাজ/সহায়তা করছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ি উদ্যোগ/স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

এখানে আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশক অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে।

আচরণিক নির্দেশক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে

৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ